প্রসঙ্গ কথা

বর্তমান সময়ে বীমা ব্যবসা অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, শ্রমজীবীসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষ বীমার মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। বীমা ছাড়া মানুষের জীবন, সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঝুঁকির সম্মুখিন। উন্নত বিশ্বে বীমার সাহায্য ছাড়া মানুষ এক মুহূর্তও চলতে পারে না, বীমার প্রতি মানুষের রয়েছে সুদৃঢ় আস্থা কিন্তু আমাদের দেশে এর বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এ দেশের মানুষ বীমা বিষয়ে সচেতন নয়। বীমার প্রতি রয়েছে মানুষের অনীহা এবং আস্থার অভাব। ফলশ্রুতিতে উন্নত বিশ্বসহ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে বীমা খাত উল্লেখযোগ্য আর্থিক অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। আমাদের দেশের মোট জাতীয় দেশজ উৎপাদন (GDP)-এ বীমা শিল্পের অবদান শতকরা এক ভাগেরও কম। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমিসহ সকল বীমা প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে সরকার বীমা শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও নিজস্ব আর্থিক সহায়তায় **'বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প'** (Bangladesh Insurance Sector Development Project) হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে বীমা শিল্পের উন্নয়নের জন্য নানামুখি আধুনিক ও যুগোপযোগী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বীমা শিল্পে আমাদের দেশ ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এ শিল্পে এখনও আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারিনি। এর উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে বীমার প্রতি মানুষের সচেতনতার অভাবকেই ধরা যায়। বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় **'বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প'** এর মাধ্যমে এ দেশের মানুষের মধ্যে বীমা সচেতনতা সৃষ্টির একটি বাস্তবমুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। **'বীমার প্রাথমিক ধারণা'** এ উদ্যোগেরই অংশ।

বীমার প্রাথমিক ধারণা বিষয়ক এই পুস্তিকায় বীমা শিল্পের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, বীমার আইনগত ভিত্তি, বীমা বিষয়ে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম, বীমার কার্যাবলী কী, বীমার প্রকারভেদ, বীমার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা, ধর্মীয় দৃষ্টিতে বীমা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষতি হ্রাস তথা মুনাফা বৃদ্ধি, এতদসংক্রান্ত খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ও তার উত্তর সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পুস্তিকাটির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বীমা সম্পর্কে তাদের নানা অজানা প্রশ্নের জবাব জানতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পুস্তিকাটি পাঠের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বীমা সচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং এটি মানুষের মাঝে বীমার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করি।

মোঃ জাফর ইকবাল, এনডিসি
পরিচালক (অঃদাঃ)
বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি
ও
অতিরিক্ত সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বীমার প্রাথমিক ধারণা

১। বীমা বলতে কী বুঝায়?

বীমা হল নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মানুষের জীবন এবং সম্পত্তির আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করা। সহজ ভাষায় বলা যায় বীমা মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মানুষের জীবনের ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করা হল লাইফ ইন্স্যুরেন্স বা জীবন বীমা এবং অপরপক্ষে সম্পত্তির ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করা হল নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স বা সাধারণ বীমার প্রধান কাজ।

সাধারণত: লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানগুলো ৩ (তিন) প্রকৃতির বীমা পলিসির মাধ্যমে গ্রাহককে সেবা প্রদান করে। যথা: (১) ব্যক্তিগত ঝুঁকি সংক্রান্ত বীমা (২) সম্পত্তি ক্ষতি সংক্রান্ত বীমা এবং (৩) দায় সংক্রান্ত বীমা।

২। বীমাকারী কী?

বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন কোম্পানি, সমিতি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যা বীমা ব্যবসা পরিচালনা করে।

৩। বীমার উৎপত্তি কীভাবে?

১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইটালি হতে বিতাড়িত লোম্বার্ডগণ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে এবং তাঁরাই সর্বপ্রথম লন্ডনে নৌবীমা প্রথা চালু করে এবং প্রায় ৭ শত বৎসর ধরে তা প্রতিপালন ও পরিবর্ধন করে। এ সময় লন্ডনে লোম্বার্ড স্ট্রীট বীমা কেন্দ্রে পরিণত হয়। বীমার 'Policy' কথাটা ইটালির 'Polizza' শব্দ হতে গৃহীত হয়, যার অর্থ হল 'লিখিত বা ভাঁজকৃত দলিল। পনের শতাব্দীতে জীবন বীমা শুরু হয়। ষোলশত শতাব্দীতে অগ্নি-বীমা শুরু হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে ১৭ শতাব্দীতে মটর বীমা, বিমান বীমাসহ ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য বীমা শুরু হয়।

১৭২০ সালে 'The Lloyd's Assurance and the Royal Exchange' নামে দুটি বীমা কোম্পানি গঠিত হয়। এই দুই কোম্পানি লয়েডসদের সঙ্গে মিলিতভাবে ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে Alliance Insurance Co. Ltd গঠন করে ।

৪। বীমা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কিনা ?

বীমা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং বীমা কোম্পানিসমূহ সরকারের বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান **'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ'** কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত।

৫। ইসলামের দৃষ্টিতে বীমা/ বীমা শরীয়াহ সম্মত কিনা ?

প্রাক ইসলামী যুগে কোন ব্যক্তি খুন হলে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে খুনির আত্মীয়

স্বজন কর্তৃক রক্ত মূল্য পরিশোধের একটি প্রথা প্রচলিত ছিল যা আকিলা প্রথা নামে অভিহিত হত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক আল আকিলা প্রথার স্বীকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এই আল-আকিলা প্রথাই ইসলামী শরীয়তে জীবন বীমার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় বসবাসরত সকল গোত্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি স্থাপন এবং মদিনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সনদ বা সংবিধান প্রণয়ন করেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে মদিনা সনদ নামে স্বীকৃত। সনদে (ক) আলদিয়া রীতি যা নিহত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়-স্বজনকে রক্ত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে হত্যাকারীর সাজা মওকুফ (খ) ফিদা অর্থাৎ মুক্তিপণ যা যুদ্ধ বন্দীর আত্মীয় স্বজন কর্তৃক মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে বন্দির মুক্তির বিষয় এবং (গ) সমাজের রুগ্ন, দরিদ্র ও অভাবী জনগণের দুর্দশা লাঘবের জন্য পারস্পরিক সমঝোতা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উল্লেখিত তিনটি বিষয়ই ইসলামী বীমার ইঙ্গিতপূর্ণ দিক নিদের্শনা।

উনিশ শতকের ইসলামী স্কলার ইবনে আবেদিন (১৭৭৪-১৮৩৬) বীমার বিষয়ে ইসলামী আইনগত দিক বিবেচনা করে বীমা প্রতিষ্ঠানকে ইসলামী আইনানুগ প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করেন।

আধুনিক যুগে ইসলামী বীমার প্রসারঃ

বিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ মুসলিম জুরিস্ট মোহাম্মদ আব্দুহ ১৯০০-১৯০১ সালের মধ্যে মুসলমানদের কাছে বীমা ব্যবসাকে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য দু'টি ফতোয়া দেন। তার ফতোয়ায় তিনি বহু যুক্তি ও আইনগত ভিত্তি উল্লেখ করে জীবন বীমার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেন। এক ফতোয়ায় তিনি বলেন যে, বীমা গ্রহিতা এবং বীমাকারীর মধ্যে সম্পর্ক মুদারাবাহ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য ফতোয়া দ্বারা তিনি মেয়াদি জীবন বীমাকে বৈধ বলে প্রমাণ করেন।

বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় **'ইসলামী কোম্পানি অফ সুদান'** নামে। সুদানে ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অফ সুদান। ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অফ সুদান এবং দুবাই ইসলামী ব্যাংক-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাহরাইনের আল-বারাকা ব্যাংক ১৯৮০ সালে **'ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি'** প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাশ করে মালয়েশিয়া ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। অনুরূপভাবে মালয়েশিয়া ১৯৮৪ সালে তাকাফুল আইন পাশ করে। নন-মুসলিম দেশ হিসেবে সুইজারল্যান্ডে ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জেনেভা ভিত্তিক **'দার আল মাল-ইসলামী ট্রাস্ট'** যুক্তরাজ্যেও তাকাফুল ইউ কে লিঃ ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে অনেক মুসলিম দেশে ইসলামী বীমা কোম্পানির লাইসেন্স প্রদান করছে এবং ঐ সকল বীমা কোম্পানি শরীয়াহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষ করে সৌদি আরবসহ অনেক মুসলিম দেশে তাকাফুল তথা ইসলামী বীমা চালু রয়েছে।

৬। বীমা বিষয়ে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম কী কী?

দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে বাংলাদেশের

বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার জাতীয়করণ করে এবং ১৯৭৩ সালের ১৪ মে অধ্যাদেশ জারি করে রাষ্ট্রীয় খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন গঠন করে। বীমা শিল্পের উন্নতি ও অগ্রগতির কথা চিন্তা করে ১৯৭৩ সালের ২৯ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৮৫ সাল থেকে সরকার বেসরকারি খাতে বীমা কোম্পানি স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করে। এ পর্যন্ত সরকার কর্তৃক জীবন বীমার জন্য ৩৩ টি বীমা কোম্পানি ও সম্পদের বীমার জন্য ৪৬টি বীমা কোম্পানি অনুমোদন প্রদান করে। রাষ্ট্রীয় খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ছাড়া ডাক জীবন বীমা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

বীমা সেক্টর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য সরকার ১৯৩৮ সালের বীমা আইন যুগোপযোগী করে **'বীমা আইন, ২০১০'** প্রণয়ন করেছে এবং বীমা খাতকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য **'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ'** গঠন করেছে। অধিকন্তু বীমা সেক্টরে গতিশীলতা ও জাতীয় উন্নয়নে বীমা খাতের অবদান বৃদ্ধির জন্য **'জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪'** প্রণয়ন করেছে। যার মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের সম্পদ ও জীবনের ঝুঁকির শতভাগ বীমার আওতায় নিয়ে আসা।

৭। বীমা করলে লাভ কী?

- ব্যক্তির অকাল মৃত্যু, বার্ধক্য, দুর্ঘটনায় মৃত্যু, অঙ্গহানি এবং সন্তানের শিক্ষা ইত্যাদি বীমার ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা বা তাঁর উত্তরাধিকারীরা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লাভ করে যা তাদের অর্থ কষ্ট বা অনিশ্চিত ঝুঁকি হ্রাস করে।
- সম্পত্তি বীমার ক্ষেত্রে আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত (অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, বন্যা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি) ক্ষতি হলে বীমা গ্রহীতা সমুদয় ক্ষতি বা ক্ষতির আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ লাভ করে যা তার আর্থিক ঝুঁকি নিরসন বা হ্রাস করে থাকে।

৮। বীমা না করলে ক্ষতি কী?

- বীমা না করলে ব্যক্তির অকাল মৃত্যুতে পরিবার আর্থিক ঝুঁকিতে নিপতিত হতে পারে। বার্ধক্যকালীন আর্থিক সহায়তার নিশ্চয়তা হতে বঞ্চিত হয়, ব্যক্তির দুর্ঘটনা/অসুস্থতায় চিকিৎসা সহায়তা লাভে বঞ্চিত হয়। শিক্ষা বীমা বিহীন সন্তান পিতা-মাতার অবর্তমানে অর্থাভাবে লেখাপড়া বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনায় নিপতিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে।
- সম্পত্তি বীমা না করা হলে দুর্ঘটনায় সম্পত্তির (গাড়ি, বাড়ি, শিল্প কারখানা ইত্যাদি) কোন ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কোন উপায় থাকে না।

৯। বীমার শ্রেণি বিভাগ কী কী?

ক) জীবন বীমার শ্রেণি বিভাগ:

- **আজীবন বীমা** - এক ধরনের সঞ্চয় বীমা। সাধারণত উত্তরাধিকারীর জন্য এ ধরনের বীমা করা হয়। তবে ৮০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকলে বীমা গ্রহিতা নিজেই এই বীমার সুবিধা পাবেন।

■ **সাময়িক বীমা** - এই বীমা অল্প সময়ের (১-৩ বছর) জন্য করা হয়। এই সময়ের মধ্যে গ্রাহকের মৃত্যু ঘটলে উত্তরাধিকারী বীমা অংকের অর্থ পায়, তবে বীমা গ্রহীতার মৃত্যু না ঘটলে বীমা গ্রহীতার উত্তরাধিকারী কোন সুবিধা পায়না। প্রিমিয়ামের অর্থ ফেরৎ পায় না।

■ **মেয়াদী বীমা** - এই বীমা নির্দিষ্ট মেয়াদের (১১,১৩,১৫,১৮,২১,২৪ বছর) জন্য করা হয়। এই বীমার সুবিধা হল, মেয়াদের মধ্যে বীমা গ্রাহক মারা গেলে উত্তরাধিকারী/নমিনি বীমা অংকের অর্থ পাবে। আর বীমা গ্রহীতা বেঁচে থাকলে মেয়াদ শেষে বোনাসসহ বীমা অংকের অর্থ গ্রাহক ফেরৎ পাবেন।

■ **গোষ্ঠি বীমা** - এই বীমা কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একটি দলগত বীমা। সাধারণত সর্বনিম্ন ১০ জন বা তদূর্ধ্ব ব্যক্তির জন্য এ ধরনের বীমা করা হয়। মেয়াদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার নমিনি উত্তরাধিকারীগণ বীমা অংকের অর্থ পায়।

■ **ক্ষুদ্র বীমা** - এই বীমা স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য। সাধারণত বীমা অংক এক লক্ষ টাকার কম হয়। এই বীমায় মাসিক প্রিমিয়াম দেয়া যায়।

■ **পেনশন বীমা** - এই বীমা চাকুরীজীবীদের ন্যায় নির্দিষ্ট বয়সের (৫৯ বছর) পর মাসিক পেনশনের ন্যায় মাস অন্তর নির্দিষ্ট অর্থ পাওয়া যায়। বীমা অংক ও কত বছরে বীমা পলিসি শুরু হল তার ভিত্তিতে এই বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারিত হয়। এই বীমাতে একই সাথে বীমা গ্রহিতার কর্মজীবনে অকাল মৃত্যুতে পরিবারের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা এবং অবসর জীবনের জন্য আমরণ পেনশনের ব্যবস্থা করে। মেয়াদ পূর্তিতে পেনশনের টাকার আংশিক সমর্পণ (কম্যুটেশন) করে এককালীন টাকা পাওয়ার সুবিধা থাকে। পেনশনের অর্ধেক পর্যন্ত সমর্পণও করা যায়।

খ) সম্পত্তি বীমার শ্রেণি বিন্যাস ঃ

■ **নৌ-বীমা** - নৌ-বীমা চুক্তি হচ্ছে এমন একটা চুক্তি যে চুক্তিতে বীমা কোম্পানি বীমা গ্রহিতাকে প্রিমিয়াম পরিশোধ ও শর্তসাপেক্ষে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, নৌ-যান কিংবা নৌ-যানে পরিবহনকৃত বীমাকৃত সম্পদ নৌ-দুর্ঘটনাজনিত কারণে বিনষ্ট হলে কিংবা কোন ক্ষতি হলে উভয়ের পূর্ব সম্মতিযুক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী এবং উভয়ের পূর্ব সম্মতিযুক্ত নির্দিষ্ট ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ বীমা কোম্পানি বীমা গ্রহিতাকে প্রদান করবে।

■ **অগ্নি-বীমা** - সব রকমের অগ্নি বীমা পলিসির মূল ভিত্তি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ফায়ার পলিসি। বজ্রপাত বা অগ্নিকান্ড সংঘটনের কারণে বীমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হলে এই পলিসিতে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়ে থাকে।

■ **দুর্ঘটনা ও বিবিধ বীমা**

❖ নৌ-বীমা ও অগ্নিবীমার বিষয়বস্তু ছাড়া অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের বীমা দুর্ঘটনা ও বিবিধ বীমার অন্তর্ভুক্ত।

❖ অপহরণ বা লুট করার ঝুঁকি এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নগদ অর্থ আনা-নেয়ার সময় লুট হওয়ার ঝুঁকির বীমা (Cash in Safe, Cash on Counter and Cash in Transit Insurance)
❖ মোটর গাড়ী বীমা (Motor Vehicle Insurance)
❖ কন্ট্রাক্টরদের এবং দালান নির্মাণকালীন সময়ে সব রকমের ঝুঁকি বীমা [Contractors All Risks (CAR) & Erection All Risks (EAR) Insurance]
❖ ইঞ্জিনিয়ারিং বীমা
❖ শস্যবীমা
❖ বিমান বীমা (Aviation Insurance)
❖ বিশ্বাস নিশ্চয়তা বীমা (Fidelity Guarantee Insurance)
❖ রপ্তানীকৃত মালের মূল্য প্রাপ্তির গ্যারান্টি পরিকল্পনা (Export Credit Guarantee Scheme)

■ **দায়-দায়িত্ব বীমা** - সেবা, উৎপাদন বা অন্য কোন দায়-দায়িত্ব ব্যর্থতার জন্য প্রতিষ্ঠানের কারো গ্রাহত্ব ক্ষতি হলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি এ ধরনের বীমার আওতায় ক্ষতিপূরণের জন্য আইনগতভাবে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়। এ ধরনের বীমার মধ্যে রয়েছেঃ
❖ পণ্যসামগ্রী পরিবহনে দায়দায়িত্ব (Carrier's Liability) প্রতিপালন ব্যর্থতার জন্য
❖ মোটর যানের আঘাতে আহত বা নিহত মালিকদের দায়দায়িত্ব
❖ নিয়োগকারীর দায়দায়িত্ব (Employers Liability)
❖ উৎপাদনকারীদের দায়দায়িত্ব (Producers Liability)
❖ পেশাগত অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষতির দায়দায়িত্ব (Professional Indemnity)

১০। লাইফ (Life) ও নন-লাইফ (Non-life) বীমা কী ?

লাইফ (Life) বীমাঃ মানব জীবনের সাথে জড়িত বীমা হচ্ছে লাইফ (Life) বীমা। যেমনঃ আজীবন বীমা, সাময়িক বীমা, তিন কিস্তি মেয়াদী বীমা, শিক্ষা বীমা, পেনশন বীমা, গ্রুপ বীমা ইত্যাদি

নন-লাইফ (Non-life) বীমাঃ ২০১০ সালের বীমা আইনের ৫ (৩) ধারার বিধান অনুযায়ী নন-লাইফ ইস্যুরেন্স বলতে মানব জীবন সংক্রান্ত বীমা চুক্তি ব্যতীত অন্য সকল শ্রেণির বীমাকে বুঝাবে। যেমনঃ সম্পত্তির সাথে জড়িত বীমা, অগ্নি, নৌ, মোটর, ইঞ্জিনিয়ারিং বীমা ইত্যাদি।

১১। কোন ধরনের বীমায় কী কী সুবিধা রয়েছে ?

জীবন বীমাঃ
ব্যক্তি তথা সমাজ জীবনে জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নে আজ আর কোনো দ্বিমত নেই; কোনো দ্বিধা-দ্বন্ধ নেই। একটি পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অকাল মৃত্যু তাঁর পরিবারে হয়তোবা ডেকে আনতে পারে অমাবস্যার অমানিশা অন্ধকার। যদি সে পরিবার আর্থিক দিক

হতে সচ্ছল না হয়ে থাকে তা হলে নিঃসন্দেহে একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু তার ছেলেমেয়ে বা পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের জন্য অভিশাপ বহন করে আনবে। এক কথায় এক দুর্বিষহ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে সেই পরিবার দিন অতিবাহিত করবে। জীবন বীমা কোনো মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারে না সত্য কিন্তু পরিবারের তথা সমাজের আর্থিক নিরাপত্তা দিতে পারে। বীমা বিভিন্নভাবে ব্যক্তির উপকার সাধন করতে পারে।

ঋণ লাভের সুবিধাঃ সাধারণত দেখা গেছে, ব্যবসার জন্যে মালিকের নিজস্ব সম্পদ হতে বেশি টাকা লাগে। এ ক্ষেত্রে একজন ব্যবসায়ী দারুণ অসুবিধায় পড়ে। তাই তাঁদেরকে ঋণ গ্রহণ করতে হয় কিন্তু ঋণ পাওয়াও এত সহজ নয়। তবে একজন বীমাধারী ব্যবসায়ী অনায়াসে তাঁর পলিসি ঋণদাতার নিকট বন্ধক রেখে এবং তা হস্তান্তর করে আনুপাতিকহারে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ না করার আগে যদি ঋণগ্রহিতা মারা যায় তবে বীমা কোম্পানি বীমার মোট অংক পর্যন্ত ঋণ দাতাকে দিয়ে থাকে। গৃহিত পলিসির বৈশিষ্ট্য কী হবে তা নির্ভর করবে ঋণ গ্রহণের শর্তাদির ওপর।

অবসরকালীন সঞ্চয়ঃ আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ তাদের বৃদ্ধকালের জন্যে কোনো ব্যবস্থা রাখেন না। অবসর গ্রহণের পরবর্তী পর্যায় সম্বন্ধে একজন ব্যবসায়ীর উচিত স্বাধীন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। এ ক্ষেত্রে পূর্ব থেকেই তার একটা জীবন বীমা পলিসি গ্রহণ করা উচিত। বীমা পলিসির সময়সীমা এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় সময়ে পলিসির পরিপক্কতা আসে।

গোষ্ঠী জীবন বীমাঃ মানুষ তার স্বাভাবিক চরিত্রানুযায়ী জীবনে নিরাপত্তা চায়। কোনো কারণে যদি মানুষ নিরাপত্তার অভাব বোধ করে সেক্ষেত্রে তার কর্মক্ষমতা অনেকাংশে লোপ পায়। এক জরীপে দেখা গেছে যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন উপায়ে উৎসাহ দিতে হবে। কর্মচারীদের মাঝে নিরাপত্তাবোধ অগ্রগণ্য বলে চিহ্নিত হয়েছে। একজন ব্যবসায়ী তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য জীবন বীমা গ্রহণ করে কর্মচারীদের মাঝে নিরাপত্তাবোধ জাগাতে পারে। তবে প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য একক জীবন বীমা পলিসি গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। তাই কর্মচারীদের জন্য সমষ্টিগতভাবে জীবন বীমা পলিসি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে কর্মীরা মোট দেয় বাৎসরিক প্রিমিয়ামের কতটুকু বহন করবে বা আদৌ করবে কী-না তা নির্ভর করে বীমাগ্রহীতা এবং বীমাকারীর মধ্যে সম্পাদিত বীমাচুক্তির ওপর। একটা প্রতিষ্ঠানের অথবা সমাজের প্রত্যেকেই একক জীবন বীমা পলিসি গ্রহণ করতে পারে না, কারণ এটি নির্ভর করে তার আয়, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ওপর। সুতরাং গোষ্ঠী বীমা নিঃসন্দেহে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করে তাদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

বন্ধকী ঋণের ক্ষেত্রে জীবন বীমা ঃ

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, একজন ব্যবসায়ী স্বল্প পুঁজির জন্য বিভিন্ন স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রেখে প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করে থাকে। এর সাথে সাথে ব্যবসায়ী দ্বিমুখি ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। যেমন, (ক) ব্যবসায়ে ব্যর্থতা তাকে এবং তার পরিবারকে এক

চরম আর্থিক সংকটে ফেলতে পারে এবং (খ) তার অকাল মৃত্যু হলেও বন্ধকী ঋণের অর্থ যদি পরিশোধ না করা হয়ে থাকে তা হলে তার পরিবার একদিকে যেমন অর্থাভাবে চলবে এবং অন্যদিকে বন্ধককৃত সম্পত্তিটিও হারাবে। আবার প্রতিষ্ঠানটিকে যদি বন্ধকী ঋণ পরিশোধ করতে হয়, সে ক্ষেত্রে জীবন বীমা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্যবসায়ীকে তার জীবদ্দশাতে প্রয়োজনীয় অংকের একটি জীবন বীমা পলিসি গ্রহণ করতে হবে যাতে তার মৃত্যুর পর তার পরিবার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধক ঋণ ও এর প্রতিক্রিয়া হতে অব্যাহতি পেতে পারে।

অগ্নি বীমাঃ

মানুষের সম্পত্তি ধ্বংসের অন্যতম কারণ হচ্ছে অগ্নি। মুহূর্তে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট করতে পারে এবং অনেক লোককে সর্বহারা ও অনেক পরিবারকে গৃহহারা করতে পারে। দৈনিক খবরের কাগজে এ অগ্নি ক্ষতির খবর প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান বিশ্বে প্রভূত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হলেও অদ্যাবধি অগ্নিকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় নাই। একজন ব্যবসায়ীর জীবনে এটাই অন্যতম অনিশ্চয়তা। দেখা গেছে অগ্নিকাণ্ডের ফলে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে হয় এবং অনেক ব্যবসায়ী সর্বশান্ত হয়ে আর্থিক সংকটে পতিত হয়। দীর্ঘ দিনের গড়া একটি প্রতিষ্ঠান বা সৃষ্টি নিমিষেই অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অগ্নিকাণ্ডের এই ক্ষয়ক্ষতি কোনো ব্যবসায়ী ইচ্ছা করে বর্তমানে বীমা কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সে ব্যবসায়ীকে শুধু অগ্নি বীমা গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ যদি কোন কারণে মজুতমাল, ফ্যাক্টরি, দালানকোঠা ইত্যাদি অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষতি সাধিত হয় তা হলে ব্যবসায়ীকে ক্ষতি বহন করতে হয় না। বীমা কোম্পানি সে ক্ষেত্রে ঐ ক্ষতির পরিমাণ মতো টাকা প্রদান করে থাকে যার সাহায্যে সে ব্যবসায়ী পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়ে নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে পারে।

নৌ-বীমাঃ

বর্তমান বিশ্বের কোনো দেশই স্বনির্ভর নয়। সেজন্য গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বা বৈদেশিক বাণিজ্য যার অধিকাংশ সমুদ্র পথেই পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু সমুদ্র পথে পণ্যদ্রব্য আনা-নেওয়া করতে গেলে একজন ব্যবসায়ীকে নানাবিধ ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়। সমুদ্র বা নদী পথে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জাহাজ ডুবে যেতে পারে। এ ধরনের ক্ষতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। দেখা গেছে যে, এই প্রতিক্রিয়ার ফলে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই তাদের ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। নৌ-বীমা গ্রহণ এমতাবস্থায় একজন ব্যবসায়ীকে দুশ্চিন্তাহীনভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাবার সুবিধা প্রদান করে। অর্থাৎ নৌ-বীমা গ্রহণের ফলে ব্যবসায়ী তাঁর পুঁজির নিরাপত্তা পায় এবং যে কোনো ধরনের দুর্যোগ কর্তৃক সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি হতে রেহাই পায়।

আজকাল আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে বীমা ব্যতীত কোন ঋণপত্র (Letter of credit) খুলতে ব্যাংক অস্বীকার করে। তাই নৌ-বীমা গ্রহণ কোন ব্যবসায়ীকে শুধু বিনিয়োগকৃত পুঁজির নিরাপত্তাই প্রদান করে না, এ বীমা গ্রহণের ফলে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অর্থাৎ দ্রুত টাকার প্রয়োজন হলে ব্যাংকের নিকট বীমাপত্রে উল্লেখিত টাকা পর্যন্ত বিল বাট্টা করে ঋণ

গ্রহণ করতে পারে। নৌ-বীমা গ্রহণ ব্যতীত ব্যাংক সাধারণত এ ধরনের ঋণ প্রদান করে না। নৌ-বীমা জাহাজ, প্রেরিত পণ্যদ্রব্য এবং জাহাজ ভাড়ার ওপর নেয়া যায়। একজন জাহাজ মালিক তার জাহাজের ওপর নৌ-বীমা গ্রহণ করতে পারে, একজন রপ্তানিকারক বা প্রেরক তার প্রেরিত পণ্যসামগ্রীর উপর নৌ-বীমা গ্রহণ করতে পারে। জাহাজ ভাড়া সাধারণত পূর্বাহ্নে পরিশোধ করা হয়। যদি কোন ক্ষেত্রে জাহাজ ভাড়া নির্দিষ্ট স্থানে পণ্য পৌছার পর দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে জাহাজ ভাড়া পাওয়ার একটি অনিশ্চয়তা থাকে। এমতাবস্থায় একজন জাহাজ ব্যবসায়ী বকেয়া ভাড়া অঙ্ক পর্যন্ত একটা মাসুল বা ভাড়া বীমা পলিসি গ্রহণ করতে পারে।

বিশ্বস্ততা বীমা পলিসি ঃ

সমাজ ও পরিবারের প্রভাব প্রতিটি মানুষের চরিত্রে বিদ্যমান। এ কারণেই একজন অপরজন হতে ভিন্ন চরিত্রের হয়ে থাকে। একটি প্রতিষ্ঠানের আয়তন অনুযায়ী অনেক কর্মচারী কাজ করে। তাদের মধ্যে কেউ সৎ বা কেউ অসৎ থাকতে পারে। প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন অনেক টাকা পয়সার লেনদেন হয়ে থাকে। তাই অসৎ কর্মচারীর দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মালিকের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সাধিত হতে পারে। ব্যবসায়িক জগতে দীর্ঘদিন এই ধরনের আর্থিক ক্ষতি ঘটে আসছে। বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে এর মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের আর্থিক ক্ষতি হতে বীমার সাহায্যে একজন ব্যবসায়ী মুক্তি পেতে পারে। অর্থাৎ কোনো কর্মচারীর অসাধুতার দ্বারা ব্যবসায়ীর আর্থিক ক্ষতি হলে ব্যবসায়ীর পরিবর্তে বীমা প্রতিষ্ঠান তা বহন করবে। তবে ব্যবসায়ীকে অবশ্যই একটা বিশ্বস্ততার বা সততা নিশ্চয়তা বীমা গ্রহণ করতে হবে। বীমা প্রতিষ্ঠান শুধু ব্যবসায়ীর প্রয়োজনীয় সতর্কতা সত্ত্বেও যে আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় তা বহন করে। আমাদের দেশে এই ধরনের বীমা ব্যবসায়ীদের নিকট জনপ্রিয় হয় নাই, তবে এই ধরনের বীমা বিশ্বের উন্নত দেশে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

চৌর্য বীমা পলিসি (Burglary Insurance Policy) ঃ

একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিসে অনেক প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম থাকে এবং অনেক প্রতিষ্ঠানেরই গুদাম ঘরে দ্রব্যসামগ্রী থাকে। এসব সাজসরঞ্জাম এবং দ্রব্যসামগ্রী ঘর ভেঙ্গে চুরি বা ডাকাতি হতে পারে, যা একজন ব্যবসায়ীর আর্থিক অবস্থার ওপর মারাত্মক হুমকি হয়ে দাড়াতে পারে। একজন ব্যবসায়ী বীমা প্রতিষ্ঠান হতে চৌর্য বীমা পলিসি (Burglary Insurance Policy) গ্রহণ করে তার ব্যবসায়ের এই ঝুঁকি হতে রেহাই পেতে পারে অর্থাৎ এই জাতীয় ক্ষতির টাকা বীমা কোম্পানি পূরণ করে থাকে।

রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা ব্যবস্থা (Export Credit Guarantee Scheme) ঃ

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণত একটা লেনদেন শেষ হতে অনেক সময় লাগে। ইতোমধ্যে মুদ্রা বিনিময়ের হার উঠানামার ফলে রপ্তানিকারকের ক্ষতি হতে পারে। এ ছাড়া এক্ষেত্রে এমন কতগুলি ঝুঁকি আছে যা একজন রপ্তানিকারকের ক্ষতি হতে পারে। এক্ষেত্রে এমন কতগুলি ঝুঁকি আছে যা একজন রপ্তানিকারককে সবসময় বহন করতে হয়। যেমন, একজন আমদানিকারক কোনো কারণে রপ্তানিকারকের পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হতে পারে অথবা রপ্তানি সামগ্রি প্রেরণের পর ব্যবসায়ীর দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, যুদ্ধ অথবা পথিমধ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ লাগার ফলে দ্রব্যসামগ্রী আমদানিকারকের হাতে

পৌছাতে দেরি হতে পারে। এগুলি একজন রপ্তানিকারককে হয়ত বা আর্থিক সংকটে ফেলতে পারে অথবা তার পুঁজির প্রতিবন্ধকতা ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতিকে মন্থর করতে পারে। এ জন্যেই পৃথিবীর অনেক দেশেই রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে এবং তা বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সুতরাং একজন রপ্তানিকারক অন্যান্য ঝুঁকির মতো রপ্তানির এ ঝুঁকি হতে রেহাই পেতে পারে যদি এ প্রকল্পের আওতায় বীমা পলিসি গ্রহণ করে। বর্তমানে প্রায় উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে এই বীমা প্রচলিত আছে।

মুনাফা ক্ষতির বীমা (Loss of Profit Insurance) ঃ

অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্পত্তির প্রত্যক্ষ ক্ষতি ব্যতীত যন্ত্রপাতি বা কারখানার কোনো মূল্যবান অংশ বিনষ্ট হওয়ার ফলে সাময়িক উৎপাদন বা ব্যবসা বন্ধের কারণে ব্যবসায়ীর নিয়মিত মুনাফা অর্জন বন্ধকে সেই দুর্ঘটনার পরোক্ষ ক্ষতি বলা যায়। কারখানা বা ব্যবসার পুনঃস্থাপন বা মেরামত করে পূর্বাবস্থায় আনয়ন করে পূর্বের মুনাফা অর্জন করতে কিছু সময়ের প্রয়োজন। অথচ ইতোমধ্যে তা চালু না থাকার দরুন পূর্বের মুনাফা অর্জন করা সম্ভব নয় বরং আনুষঙ্গিক চলতি খরচ গুলিও সংঘটিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে একজন ব্যবসায়ী একটা বীমা পলিসি গ্রহণ করে বীমা প্রতিষ্ঠানটির কাছে এই ঝুঁকি হস্তান্তর করতে পারে। আবার একজন ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের পণ্য সমাগ্রীর ক্ষতি হলে তিনি তাঁর ঐ সামগ্রী হতে কোনো লাভ করতে পারে না। তাঁর মুনাফার নিরাপত্তার জন্য বীমাকোম্পানির নিকট হতে বীমা গ্রহণ করা যায়। এ ছাড়াও বিশ্বে বিভিন্ন রকমের পলিসি প্রচলিত আছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বীমা প্রতিষ্ঠান যে কোনো ধরনের ক্ষতির জন্য বীমা করতে পারে; তবে সে ক্ষতি অবশ্যই আকস্মিকভাবে ঘটবে। ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকলে একজন ব্যবসায়ী নিঃসন্দেহে তার ব্যবসা দক্ষতার সাথে চালিয়ে যেতে পারে। অন্যান্য প্রক্রিয়ার তুলনায় ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যাপারে বীমা অধিক ফলোৎপাদক। একজন ব্যবসায়ীকে অবশ্যই ব্যবসায়ের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য বীমা গ্রহণ করা উচিত। তার সম্পত্তি এবং ব্যবসায়ের নিরাপত্তা শুধু তার উন্নতি এবং দক্ষতাকেই বৃদ্ধি করবে তা নয়, অন্যদিকে বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত পুঁজি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্যে বিনিয়োগ করতে পারবে। গৃহনির্মাণ, সরকারি ঋণপত্র, জীবন বীমার ক্ষেত্রে পলিসিধারী, বেসরকারী মালিকানায় শিল্প এবং স্টক মার্কেটের বিভিন্ন শেয়ারে বিনিয়োগ করে বীমাশিল্প প্রত্যক্ষভাবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে পরোক্ষভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। তাই এক কথায় বলা চলে, বীমা শিল্প জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির চাবিকাঠি স্বরূপ।

১২। কী কী কারণে বীমা চুক্তি বাতিল হয় ?

(১) Non-disclosure (অজ্ঞতা হেতু তথ্য প্রকাশ না করা): বীমা প্রস্তাব পত্রে বীমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রকাশ না করলে বীমা চুক্তি বাতিল হবে।

(২) Concealment (ইচ্ছাকৃত তথ্য গোপন করা): প্রস্তাব পত্রে কোন তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করলে বীমা চুক্তি বাতিল হবে।

(৩) Innocent Mis-representation (সরলভাবে ভুল তথ্য দেয়া): প্রস্তাবপত্রে সরলভাবে কোন ভুল তথ্য দিলে বীমা চুক্তি বাতিল বা বাতিলযোগ্য হবে।

(৪) Fraudulent Mis-representation (প্রতারণামূলকভাবে ভুল তথ্য প্রকাশ করা): প্রস্তাবপত্রে বা বীমা চলাকালীন প্রতারণামূলকভাবে ভুল তথ্য দিলে বীমা চুক্তি বাতিল হবে।

১৩। বীমা চুক্তি সম্পাদনে গ্রাহক হিসেবে কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয় ?

গ্রাহক হিসেবে বীমা চুক্তির সময় যে যে বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয় তা হচ্ছে

- বীমা চুক্তিটিতে আপনি যে সব সুবিধা চান, তা আছে কী-না, চুক্তির মেয়াদ, প্রিমিয়াম ও বীমা অংক আপনার চাহিদা অনুয়ায়ী হয়েছে কী-না।
- কী কী ঝুঁকি বীমায় কভার করবে তা ভালভাবে দেখে নিন।
- কী কী ঝুঁকি বীমায় কভার করবে না তা ভালভাবে দেখে নিন।
- কী কী শর্ত বা ওয়ারেন্টি আছে তা দেখে নিন।

১৪। কীভাবে বীমা কিস্তির টাকা/প্রিমিয়াম জমা দেয়া যায় ?

জীবন বীমা সাধারণতঃ দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি হয় যেমন ১০-২৪ বছরের জন্য, সে ক্ষেত্রে প্রতি বছর বা ৬ মাস ভিত্তিক প্রিমিয়াম হয়। ক্ষুদ্র বীমায় মাসিক প্রিমিয়াম দিতে হয়। সম্পত্তি বীমায় প্রিমিয়াম সাধারণতঃ ১ বছরের জন্য হয় এবং প্রতি বছর নবায়ন করতে হয়।

১৫। শিক্ষা বীমা কী ?

এই বীমা পরিকল্পনার মাধ্যমে অভিভাবকগণ তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনের পথ সুগম করে থাকেন। এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বীমা সন্তানের উচ্চ শিক্ষাজনিত বা বিবাহকালীন আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখে। কারণ, বীমা গ্রাহক তাদের উচ্চ শিক্ষা, বিবাহ বা অন্য নানাবিধ বিশেষ ভবিষ্যত প্রয়োজনের সময় অথবা কালের দিকে লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত মেয়াদের এই বীমা ক্রয় করলে এ সমস্ত প্রয়োজনের সম্ভাব্য ব্যয় বীমার মাধ্যমে পেতে পারেন।

এই পরিকল্পনায় বীমাকৃত অর্থ কেবল বীমার মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই পাওয়া যায়। তবে বীমা প্রস্তাবক বা বীমা গ্রাহকের মেয়াদকালীন অকাল মৃত্যুতে বীমার অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন প্রিমিয়াম দিতে হয় না।

যে সন্তানের জন্য এ জাতীয় বীমাপত্র দেয়া হয়, বীমার মেয়াদকালে তার মৃত্যু ঘটলে প্রথম বছরের প্রিমিয়াম ছাড়া পরবর্তী বছরে প্রদত্ত সকল প্রিমিয়াম শতকরা ২ টাকা হার সুদে ফেরত দেয়া হয়, অন্যথায় বীমা অন্য কোন সন্তানের উপকারার্থে চালু রাখা যেতে পারে।

সন্তানের স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে মেয়াদ শেষে বীমা পত্রে উল্লেখিত মনোনীত সন্তানকেই বীমার অর্থ দেয়া হয়। বীমার সমস্ত অর্থ এককালীন প্রদানের জন্য এই জাতীয় বীমার ওপরে কোন সমর্পন (Surrender) মূল্য বা ঋণ দেয়া হয় না। এই বীমার ওপরে দেয় প্রিমিয়াম আয়কর বেয়াত পাওয়া যায়।

১৬। বাতিল বীমা পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা কী ?

বীমা চুক্তি মোতাবেক প্রিমিয়াম পরিশোধের ধার্য তারিখে অথবা বাজেয়াপ্ত বিরোধী ব্যবস্থায় বীমাপত্রটি চালু থাকার পরবর্তী প্রিমিয়াম প্রদান না করলে বীমাপত্রটি বাতিল হয়ে যায়। চুক্তি বাতিল হয়ে গেলে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উপযুক্ত সুদসহ অবশিষ্ট প্রিমিয়াম পরিশোধ করে এবং বীমা গ্রহীতার সর্বোতভাবে বীমার উপযুক্ততা প্রমাণ করে বীমা চুক্তিটি পুনরুদ্ধার বা চালু করতে পারে। বাতিল বীমাপত্র নিম্নোক্ত যে কোন উপায়ে পুনরুদ্ধার বা চালু করা যায়।

(১) বীমা গ্রহিতার ভাল স্বাস্থ্যের ঘোষণাসহ সুদসহ অবশিষ্ট প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হলে ধার্য তারিখে প্রিমিয়াম না দেওয়ার শুরু হতে ছয় মাসের মধ্যে বাতিল বীমাপত্র পুনরুদ্ধার বা চালু করা যায়।

(২) বীমাপত্র বাতিল হওয়ার মেয়াদ যদি ৬ (ছয়) মাসের বেশি এবং ১ (এক) বৎসরের কম হয় তবে বীমা গ্রহিতা নিজ খরচে বীমা সংস্থার অনুমোদিত চিকিৎসককে দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে বীমাযোগ্য প্রমাণ সাপেক্ষে সুদসহ বকেয়া প্রিমিয়াম দিয়ে বাতিল বীমাপত্রটি চালু করতে পারেন।

(৩) বীমাপত্র বাতিল সময়কাল এক বৎসরের বেশি হলে বীমা গ্রহীতা নিজ ব্যয়ে বীমা সংস্থার অনুমোদিত চিকিৎসককে দিয়ে পূর্ণ ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে বীমাযোগ্য প্রমাণ সাপেক্ষে সুদসহ বকেয়া প্রিমিয়াম পরিশোধ করে বীমপত্রটি চালু করতে পারেন। অনেক বীমা সংস্থা তামাদির সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ করে থাকেন।

১৭। পরিশোধিত (Paid up), সমর্পিত মূল্য (Surrender value) কী ?

দুই বা তিন বৎসর বীমাপত্র চালু রাখার পর বীমা গ্রহিতা ইচ্ছা করলে নগদ প্রত্যর্পণ মূল্য প্রয়োগে মূল বীমাকে অপেক্ষাকৃত কম টাকার এককালীন প্রিমিয়াম দেয় বীমায় রূপান্তর করতে পারে। এই ধরনের রূপান্তরিত বীমাকে পরিশোধিত বীমা বলা হয়। পরিশোধিত বীমাকে অর্জিত সমর্পণ মূল্য ঐ বীমাটির এককালীন দেয় প্রিমিয়াম হিসেবে ধার্য হওয়ার জন্য পরবর্তীতে আর কোন প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয় না।

পরিশোধিত মূল্য নির্ণয় সূত্রঃ

$$\text{বীমার পরিশোধিত মূল্য} = \frac{\text{মূল বীমার অংক}}{\text{মূল বীমার দেয় প্রিমিয়ামের সংখ্যা}} \times \text{মোট পরিশোধিত প্রিমিয়াম সংখ্যা}$$

জীবন বীমা চুক্তি ২ বৎসর চালু রাখার পর বীমা গ্রহীতা নগদ টাকা গ্রহণ করে বীমা চুক্তি বাতিল করতে পারে। নগদ আদায়যোগ্য ব্যবস্থাকেই সমর্পণ বা প্রত্যর্পণ মূল্য বলে।

কোন নির্দিষ্ট সময়কাল বীমপত্র চালু থাকার পর বীমা গ্রহিতা প্রিমিয়াম পরিশোধে অক্ষম হলে, বীমা সংস্থার কাছে বীমাপত্রটি সমর্পণ করে নগদ মূল্য গ্রহণ করা যায়। বীমা প্রস্তাব সংগ্রহের আনুষঙ্গিক খরচাদি সাধারণত দুই বৎসর বীমাপত্রটি চালু না থাকলে পরিপূরণ সম্ভব হয় না বলেই ২ বৎসর গত না হলে সমর্পণ বা প্রত্যর্পণ মূল্য অর্জন সম্ভব হয় না।

১৮। অনুগ্রহকাল (Days of Grace) কী ?

বীমা গ্রহিতা কোন কারণবশত বীমাপত্রের তফসিলে বর্ণিত ধার্য তারিখের প্রিমিয়াম প্রদানে ব্যর্থ হলে ধার্য তারিখ হতে ৩০ কার্য দিবস(Life Insurance)এর ক্ষেত্রে সময় বর্ধিত করে প্রিমিয়াম প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয়। এ বর্ধিত সময়কেই প্রিমিয়াম প্রদানের অনুগ্রহকাল বলা হয়।

যদি অনুগ্রহকালের শেষ দিন অফিস বন্ধের দিন হয় তবে পরের দিনও অনুগ্রহকালের দিন বলে গণ্য হবে। এই অনুগ্রহকালের মধ্যে যদি কোন বীমা গ্রহিতা প্রিমিয়াম না দিয়ে থাকে তবে বীমাপত্রটি তামাদি হয়ে যাবে। তবে এ ধরনের অনুগ্রহকালের মধ্যে (প্রিমিয়াম না দেওয়ার ক্ষেত্রে) বীমা গ্রহিতার মৃত্যু হলে বীমাকৃত টাকা হতে উপযুক্ত প্রিমিয়াম কর্তনপূর্বক বীমা দাবি পরিশোধ করা হয়।

১৯। মটর বীমা সার্টিফিকেট কী?

মোটর গাড়ীর বীমাকরণের ক্ষেত্রে Certificate of Insurance এর ব্যবহার করা হয়। এটা ১৯৩৯ সালের Motor Vehicles Act এবং ১৯৯৩ সালের সংশোধনীর ৮নং পরিচ্ছদ অনুসারে, বীমা কোম্পানি গুলো মোটর গাড়ীর বীমা গ্রহীতাকে দিতে বাধ্য থাকেন এবং এই দলিল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট গ্রহণ যোগ্য। Motor Vehicles Act অনুসারে Certificate এ যে তথ্যগুলো থাকবে সে গুলো নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১। বীমাকারীর নাম ও ঠিকানা
২। সঠিক কোড নং
৩। রেজিস্ট্রেশন নং ও মার্কাসহ গাড়ির বর্ণনা
৪। বীমা গ্রহিতার নাম ও ঠিকানা
৫। কবে থেকে গাড়িটির বীমা করা হল
৬। বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণের সময়
৭। কারা বা কোন শ্রেণির ব্যক্তিরা গাড়ি চালাবে
৮। গাড়ি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা এবং সর্বশেষে বীমাকারী কোম্পানির দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার স্বাক্ষর এবং তারিখ।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই সার্টিফিকেট পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোন তারিখ দিয়ে করানোর চেষ্টা আইনগত অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়।
এই ঘোষণার ভিত্তিতে বীমা কোম্পানি বীমা গ্রহীতাকে একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করেন। এই সার্টিফিকেটকে Certificate of Insurance বলা হয়।

২০। কভার নোট (Cover Note) কী ?

ঝুঁকি গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় পলিসির দলিল ইস্যু করা সম্ভবপর হয় না। পলিসি ইস্যু করা হয় পরে। তবে প্রিমিয়াম পেয়ে রশিদ দেয়ার সময় ঝুঁকি গ্রহণ করা হয় বলে বীমা কোম্পানি সঙ্গে সঙ্গে কভার নোট ইস্যু করে থাকেন। নৌ-বীমা বা মেরিন পলিসির ক্ষেত্রে পলিসি চালু করা হয় তখনই যখন মালামাল জাহাজে বোঝাই করা হয়েছে বলে বীমা কোম্পানিকে সংবাদ দেওয়া হয়। এর আগে কভার নোট ইস্যু করা হয় এবং তাতে বলা থাকে যে জাহাজে মাল উঠানোর পর থেকেই মাল গন্তব্য স্থান পৌঁছান পর্যন্ত ঝুঁকি বহন করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হল। কভার নোটে সাধারণত নিমোক্ত বিষয়ের উল্লেখ থাকে।

১। বীমা গ্রহিতার নাম, ঠিকানা এবং পেশা
২। বীমা অংক ও সাময়িক প্রিমিয়াম (Provisional Premium)
৩। ঝুঁকি গ্রহণের দিন ও সময়
৪। বীমার মেয়াদ
৫। বিষয় বস্তু বা সম্পত্তির বিবরণ
৬। কী কী ঝুঁকির বীমা করা যায় তার উল্লেখ থাকে
৭। উভয় পক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নোটিশ দিয়ে কভার নোট বাতিল করার অধিকার দেয়ার শর্ত থাকে
৮। কভার নোটের নীচের দিকে এরকম কথার উল্লেখ থাকে যে, পলিসি গ্রহিতাকে বীমার নিশ্চয়তা দেওয়া হইলো সাধারণত অনুরূপ একটি বীমা পলিসিতে যে সকল শর্ত থাকে সে সব শর্ত পালন সাপেক্ষে

২১। পলিসি সিডিউল এ কী কী বিষয় থাকে?

* পলিসি নং
* বীমা গ্রহিতার নাম ও ঠিকানা
* কী ধরনের বীমা
* মেয়াদ
* প্রিমিয়াম ও বীমা অংক
* বিশেষ কোন শর্ত ও ব্যতিক্রম

২২। জরিপ প্রতিবেদন (Survey Report) কী ?

সম্পত্তি বীমার সবচেয়ে দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে Principle of Indemniy বা ক্ষতিপূরণ নীতির সঠিক এবং নির্ভুল প্রয়োগ। এই নীতিতে বলা হয় সম্পদ বা সম্পত্তির ক্ষতি হলে যতটুকু ক্ষতি হল ঠিক ততটুকু ক্ষতিপূরণ করতে হবে। কমও না বেশিও না। এই নীতিরই আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে সম্পদ বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি হলে এবং বীমা পলিসিতে ঐ ঝুঁকি গৃহীত থাকলে বীমা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ততটুকু ক্ষতিপূরণ করবে যাতে করে ক্ষতি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আর্থিক দিক দিয়ে যে অবস্থায় ছিলেন ঠিক সেই অবস্থায় ফিরে যাবেন।

সমস্যা হচ্ছে ক্ষতির প্রকৃত মূল্য ঠিক করবে কে? বীমা কোম্পানি না বীমা গ্রহিতা? উভয়েই ইন্টারেস্টেড পার্টি। এটা অস্বাভাবিক নয় যে বীমা কোম্পানি চাইবেন ক্ষতির পরিমাণ যত কম করে দেয়া যায় আর পলিসি গ্রহিতা চাইবেন দাবির পরিমাণ যত বেশি করে দেখানো যায়। এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে কোন তৃতীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা সৎ, নিরপেক্ষ এবং সাধারণ বীমার বিষয়বস্তুর প্রকৃত ক্ষতি নির্ধারণ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ এবং এর সব টেকনিক্যাল দিক জানা আছে, তাকে বা সেরকম কোন প্রতিষ্ঠানকে দাবির প্রশ্ন উঠলে প্রকৃত ক্ষতি নির্ধারণের দায়িত্বভার অর্পণ করা।

সাধারণ বীমা ব্যবসার ক্ষেত্রে তাই করা হয়ে থাকে। যাদের ওপর এই দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়, তাদের বলা হয় সার্ভেয়ার বা জরিপকারী। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি

বা প্রতিষ্ঠানকে সরকার সনদ প্রদান করে থাকেন এবং সরকারের সনদপ্রাপ্ত সার্ভেয়ারগণই সম্পদ ও সম্পত্তির কোন ক্ষতি হলে বীমা কোম্পানির নিকট তাদের সার্ভে রিপোর্ট বা জরিপ প্রতিবেদন পেশ করেন। দাবি পরিশোধের ব্যাপারে এই সার্ভে রির্পোটের মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সার্ভেয়ারদের ভূমিকাও তাই সাধারণ বীমা ব্যবসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২৩। বীমা কোম্পানির গ্রাহকদের জন্য কী কী করণীয়?

বীমা কোম্পানি যখন পলিসি বিক্রয় করেন তখন পলিসি গ্রহীতাকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে আগে থেকে বুঝিয়ে দেয়া উচিত কী কী শর্তে পলিসি দেয়া হচ্ছে, কী কী শর্তে ক্ষতিপূরণের দাবি মেটানো হবে, কী কী কারণে ক্ষতিপূরণের দাবি মেটানো হবে না ইত্যাদি। এটা করা হলে পরবর্তী পর্যায়ে ভুল বুঝাবুঝির কোন অবকাশ থাকেনা।

২৪। বীমা দাবির টাকা না পেলে কোথায় যাবেন ?

বীমা দাবির টাকা না পেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দাবি (Claim) বিভাগে যোগাযোগ করতে হবে, প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে যোগাযোগ করতে হবে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বরাবর অভিযোগ করা যাবে। সেক্ষেত্রে পলিসির যাবতীয় তথ্যসহ আপনাকে আবেদন করতে হবে।

২৫। বীমা বিষয়ে সরকারের পক্ষে কে বা কোন সংস্থা দেখাশুনা করে ?

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
ঠিকানা-৩৭/এ, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www. idra.org.bd,
Phone: 02-9565548, 02-9553503

২৬। বীমার টাকা ক্ষতিপূরণ পেতে কী কী কাগজপত্র বা ডকুমেন্ট জমা দিতে হয় ?

- ❖ পলিসি কপি
- ❖ দুর্ঘটনার বিবরণ
- ❖ দুর্ঘটনার প্রমাণপত্র (পুলিশ কেস রিপোর্ট, মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রমাণ, দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে হাসপাতাল ডকুমেন্ট ইত্যাদি)
- ❖ জীবন বীমা পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হলে (Matured) হলে মেয়াদপূর্তির কাগজ।
- ❖ জীবন বীমায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রমাণপত্র (ডাক্তার, চেয়ারম্যান, কমিশনারের সনদপত্র ইত্যাদি)
- ❖ এছাড়াও বিভিন্ন বীমার ক্ষেত্রে (যেমন-অগ্নি, নৌ, মোটর বীমা ইত্যাদি) পৃথক কিছু ডকুমেন্ট প্রয়োজন হয়।

২৭। বীমা গ্রাহকদের স্বার্থ দেখার জন্য সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ?

বীমা গ্রাহকদের স্বার্থ দেখার জন্য সরকার যা যা করে তা হচ্ছেঃ

- ❖ বীমা কোম্পানিগুলোকে সবসময় নিবিড় তদারকি করে
- ❖ বীমা কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন একাউন্টস্ রিপোর্ট তদারকি করে
- ❖ গ্রাহকদের প্রিমিয়াম জমা যেন নিশ্চিত হয়, সে জন্য অনলাইনের মাধ্যমে সকল বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে Integrated Software এর আওতায় আনা হচ্ছে।
- ❖ বীমা কোম্পানিগুলো কোন নিয়মের ব্যতিক্রম করলে বা গ্রাহকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করলে আর্থিক জরিমানার বিধান রয়েছে।
- ❖ বীমা কোম্পানিগুলো যেন অস্বচ্ছল বা দেউলিয়া না হয় সে জন্য Solvency Margin বিধান রয়েছে।

২৮। নিয়মিত প্রিমিয়াম না দিলে কী হয়?

সাধারণতঃ জীবন বীমার ক্ষেত্রে নিয়মিত ও সময়মত প্রিমিয়াম না দিলে পলিসি ল্যাপস বা তামাদি হয়ে যায়। যেমন প্রিমিয়ামের নির্দিষ্ট তারিখে টাকা জমা না দিলে অতিরিক্ত ১মাস সময় দেয়া হয়। এ সময় জমা না দিলে পলিসি তামাদি হয়ে যায়। তামাদি পুনঃবহালের নিয়ম রয়েছে। এছাড়া পলিসি সমর্পণ (Surrender) করার নিয়ম রয়েছে তবে এক্ষেত্রে তেমন সুবিধা বা অর্থ ফেরৎ পাওয়া যায় না।

বীমা সম্পর্কে অভিযোগ নাম্বার ঃ ০২-৯৫৬৫৫৪৮, ০২-৯৫৫৩৫০৩